



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড

এবং

সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯-জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৬
সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১৫
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১৬
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা	১৯

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

আধুনিক জীবন যাপন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম অনুসঙ্গ হলো বিদ্যুৎ। ডেসকো বিদ্যুৎ খাতের পথিকৃত কোম্পানির মধ্যে অন্যতম কোম্পানি। রাজধানী ঢাকার উত্তরাংশের আনুমানিক ২৫০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়োজিত আছে ডেসকো। বিগত ০৩ (তিন) বছরে ডেসকো এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণের চাহিদা ১০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ ১০৩০ মেগাওয়াট এ উন্নীত হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ সার্কিট কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি ডু-গর্ভস্থ লাইন, আনুমানিক ৩৯৫ সার্কিট কিঃ মিঃ ১১ কেভি ডু-গর্ভস্থ ও ওভারহেড লাইন, ১৩২ কিঃ মিঃ এলটি বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এই অবকাঠামো বৃদ্ধি করে আনুমানিক ১,৭৪,০০০ জন গ্রাহককে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ডেসকো'র উপকেন্দ্রসমূহের ক্যাপাসিটি ১৫৮০/১২২১২ এমভিএ তে উন্নীত হয়েছে। উন্নত ব্যবস্থাপনার স্বীকৃতি স্বরূপ ডেসকো আগস্ট ২০১৬ সালে আইএসও ৯০০১:২০০৮ সনদ অর্জন করেছে। জনসেবা প্রদানে ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ডেসকো তথা প্রযুক্তি নির্ভর নানাবিধ কর্মসূচি যেমনঃ অন লাইন বিলিং এন্ড কালেকশন, ই-গর্ভন্যান্স, স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারিং, মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা, ওয়েবভেজড স্টোর ব্যবস্থাপনা, পিএমআইএস ইত্যাদি ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে, ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ডেসকোকে বেশ কিছু সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ডেসকো এলাকায় ভূমি অপ্রতুলতার কারণে বর্ধিত লোড চাহিদা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং ডু-গর্ভস্থ বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া দুরূহ। আধুনিক জীবন যাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্মার্ট সেবা প্রদান ডেসকোর অন্যতম বৃহৎ চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সেটরের বিদ্যমান কোম্পানিসমূহের মধ্যে ডেসকো'র জন্য নির্ধারিত বিদ্যুতের পাইকারী মূল্যহার সবচেয়ে বেশি হওয়ায় বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ডেসকোকে বছরে ডিপিডিসি'র তুলনায় প্রায় ৭৫ কোটি টাকা বেশি ব্যয় করতে হচ্ছে, যা ডেসকো'র উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

৫টি ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র ও ১৪টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প চলমান; বিদ্যমান ২টি ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সরবরাহ ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান, সকল গ্রাহককে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমের আওতায় আনয়ন; আধুনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার জন্য স্ক্যাডা (SCADA) নির্মাণ এবং GIS ম্যাপিং এর কার্যক্রম গ্রহণ; স্মার্ট গ্রীড বাস্তবায়ন; Call Center স্থাপন এবং শতভাগ ই-ফাইলিং চালুকরণ; ডিজিটাল সেবার উন্নয়ন; মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কর্মসম্পূর্ণতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ; ডেসকো এলাকায় বিদ্যমান রাজউকের মডেল টাউনগুলিতে ডু-গর্ভস্থ আধুনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্ক স্থাপন; বিদ্যুৎ সশ্রমী যন্ত্রপাতি ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ এর ব্যবহার বৃদ্ধি করা; ডেসকো'র প্রধান কার্যালয় হিসাবে নিকুঞ্জ-২ এলাকায় দৃষ্টিনন্দন, পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক ভবন নির্মাণ;

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- সিস্টেম লস ৭.১% ও SAIDI ৩৭০ তে নামিয়ে আনা
- ১০০০০০ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন; ও ৪০০০০ গ্রাহককে নতুন সংযোগ প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কর্মসম্পূর্ণতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং দক্ষ জনবল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জন প্রতি বার্ষিক ৭০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিল আদায় অনুপাত ৯৯.৫% এর মধ্যে রাখা;

